যুগান্তর

তারিখ 1 1 MAR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

৩ কলাম

ইবি'র ভর্তি ফরম বিক্রির কোটি টাকা শিক্ষকদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম বিক্রি করে আয়কৃত কোটি টাকা এবারও ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন শিক্ষকরা। এ টাকা ভাগাভাগির ব্যাপারে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের তোয়াক্কা করেননি শিক্ষকরা। শিক্ষকদের সন্তুষ্ট রেখে নিজের পদ ধরে রাখতেই ৬ মার্চ ভর্তি কমিটির এক সভায় অর্থ ভাগাভাগির অনুমোদন দেন ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক। এ নিয়ে শিক্ষকদের মাঝেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এ বছর অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার জন্য সাতটি ইউনিটের অধীন ২০টি বিভাগের ১২১০টি আসনের বিপরীতে মোট ৪২ হাজার ৯০৩টি আবেদন টাকা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

টাকা : ফরম বিক্রির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরম বিক্রি হয়। ২৫০ টাকা দরে প্রতিটি ফরম বিক্রি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১ কোটি ৭ লাখ ২৫ হাজার ৭৫০ টাকা আয় করে। কিন্তু এর একটি টাকাও বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে জমা পড়েনি। সমুদয় অর্থ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকরা ২০ হাজার টাকা সম্মানী দিয়ে ভিসিকে সন্তুষ্ট করে অর্থ ভাগাভাগির অনুমোদন নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভর্তি কমিটির সভায় ভাগাভাগিতে কে কত পাবেন এ নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। এ বছর ভর্তি খাতা দেখে একজন শিক্ষক ইউনিট ভেদে ৫ হাজার থেকে ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন। অর্থ ভাগাভাগি প্রক্রিয়ায়ও পাওয়া গেছে নানা অনিয়ম। অর্থ বণ্টনের পারিতোষিক প্রদানের তালিকায় ব্যয়ের নানা অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত খাত দেখানো হয়েছে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্রপ্রতি একজন শিক্ষক ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন। উত্তরপত্র নিরীক্ষার জন্য প্রতি উত্তরপত্র বাবদ ১০ টাকা, ফলাফল প্রস্তুতের জন্য প্রতি উত্তরপত্র বাবদ ৩ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। শুধু আপ্যায়ন ব্যয় ধরা হয়েছে বিক্রিকৃত প্রতিটি আবেদন ফরমের বিপরীতে ১০ টাকা করে। আবার মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত প্রতি শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ২০ টাকা করে ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়া ইউনিটভুক্ত একজন সাধারণ শিক্ষক ২৫০ টাকা থেকে যে অর্থ পাবেন, তা অপেক্ষা ইউনিট কমিটির প্রত্যেক সদস্য ৭ হাজার টাকা এবং ইউনিট সমন্বয়কারী ১৫ হাজার টাকা বেশি পাবেন বলে ব্যয়ের খাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ভাইস চ্যান্সেলর ২০ হাজার, ট্রেজারার ১৫ হাজার, রেজিস্ট্রার ১২ হাজার এবং ডিনের জন্য ১০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম বিক্রির ২০ ভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা দেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোন অর্থই বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা পড়েনি। এ বছর অর্থ ভাগাভাগিতে প্রতিজন শিক্ষক গড়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এত কিছুর পরও অর্থ ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি শিক্ষকরা। ৬ মার্চ আবেদনপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন উপ-কমিটির মিটিংয়ে ভাগে অর্থ কম পাওয়ায় কোন কোন শিক্ষক হৈচৈ শুরু করেন। এমনকি ভাগের টাকা না বাড়ালে পদত্যাগের হুমকি দেন ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ফারুকুজ্জামান খান।

এ ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক টাকা বণ্টনের বিষয়টি স্বীকার করে সাংবাদিকদের জানান, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়েও পারিশ্রমিক হিসাবে এ টাকা নেয়া হয়। তবে ভর্তি ফরমের টাকা ভাগাভাগির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।